সংবাদ

তারিখ ...27 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...৫...

মতবিনিময় সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা

এমসিকিউ পদ্ধতি বাতিল করুন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

দেশের পাবলিক পরীক্ষার আমূল সংস্কার চেয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, অবিলম্বে পরীক্ষা থেকে এমসিকিউ (বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) প্রশ্ন পদ্ধতি উঠিয়ে দেয়া উচিত ও সৃজনশীল পদ্ধতি সংস্কার দরকার। তারা নোট ও গাইড বই বন্ধ, শিক্ষাক্রম সংশোধন করে বইগুলো সহজভাবে তৈরি, সৃজনশীল বিষয়ের প্রশ্নব্যাংক তৈরি করে সেখান থেকে পরীক্ষা নেয়াসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন।

গতকাল রাজধানীর 'সিরডাপ মিলনায়তনে 'মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় এসব সুপারিশ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

বর্তমানে পরীক্ষায় দুই ভাবে প্রশ্নপত্র করা হয়। এর মধ্যে ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৪০ নম্বর এমসিকিউ এবং ৬০ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। তবে ২০১৭ সাল থেকে এমসিকিউ ১০ নম্বর কমানো হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেছেন, 'শিক্ষক, পাঠ্যবই ও পরীক্ষা- এই তিনটি বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ঠিকমতো শিক্ষক পাচ্ছি না। সেটা শুধু প্রাথমিক পর্যায়ে নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও একই অবস্থা। এজন্য আমি মনে করি এমনভাবে বই লেখা উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের বাইরের বই পড়তে না হয়। শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে না হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে সিস্টেমেই পড়তে পারে, বুঝতে পারে। মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানের বই আমি নিজে পড়েও বুঝি না। তাহলে বাচ্চারা কীভাবে বুঝবে?'

একটি পাঠ্যবই ভালোভাবে তৈরি করতে পারলে তা দিয়ে ৭-

৮ বছর চালানো যাবে মন্তব্য করে এই লেখক বলেন, 'পরীক্ষা পদ্ধতি ভালো হলে বাচ্চারা চেষ্টা করবে ভালোভাবে পড়তে ও ভালো নম্বর পেতে। আমি নিজে প্রশ্ন দেখেছি, প্রশ্নের মান ভালো নয়। ভুল থাকে। যে ছবিগুলো দেয়া হয় সেগুলো অস্পষ্ট থাকে। তবে জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হলে ভালো শিক্ষক পাওয়া সম্ভব হতে পারে।'

এমসিকিউ পদ্ধতি পুরোটাই তুলে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে ড. জাফর ইকবাল বলেন, 'একবাক্যে বললে এমসিকিউ তুলে নেয়া উচিত। এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'প্র্যাকটিকালে ২৫ নম্বর দেয়া হয়। প্র্যাকটিকালে কোন পরীক্ষাই হয় না। এমনিতেই নম্বর দেয়া হয়।' নোট-গাইড বইয়ের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, 'দেশের সব জাতীয়

-এমসিকিউ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

এমসিকিউ : পদ্ধতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পত্রিকা যদি গাইড বই ছাপায় তাহলে আমরা কোথায় যাব?'

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'শিক্ষকরাই সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে পারছে না। ফলে তারা গাইড বই অনুসরণ করছেন। ফলে আমরা আবারও নোট, গাইড বইয়ের যুগে চলে যাচ্ছি। অভিভাবক ছুটছেন কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটরের দিকে। যদি কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রশ্নব্যাংক তৈরি করা যায় তাহলে গাইড বইয়ের প্রয়োজন হবে না।'

পাবলিক পরীক্ষায় বিপুল পরিমাণ পাসের সমালোচনা করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি বলেন, 'পরীক্ষার উদ্দেশ্যই হলো ফেল করানো। যে অযোগ্য তাকে ঠেকানোর জন্যই এই পরীক্ষা। কিন্তু এখন এত পাস করছে তাতে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সন্দেহের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। আমাদের সময়তো এত আস্থার অভাব ছিল না। তাহলে এখন কেন হচ্ছে?'

এমসিকিউ প্রশ্ন শূন্যে নামিয়ে আনা উচিত মন্তব্য করে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, 'এটা কোন পরীক্ষা নয়। এখন কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনের রমরমা ব্যবসা হচ্ছে। যদি গাইড বই পড়তে হয়, তাহলে পাঠ্য বইয়ের দরকার কী? আমাদের কারিকুলাম (শিক্ষাক্রম) খুবই ভারি। এজন্য শিক্ষার্থীরা কোনকিছু ভালোভাবে বুঝতে পারছে না।'

ড. ফরাসউদ্দিন পাবলিক পরীক্ষা ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে শেষ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষার ফলে কোচিং বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গাইড বই না টেক্সট বই এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলে কার্যকর করতে হবে। কোচিং বন্ধ করার জন্য শ্রেণী কক্ষের পাঠ কেমন হবে সে বিষয়ে ভাবতে হবে।'

এমপিওভুক্ত স্কুল সম্পর্কে ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, 'দেশে ৩৩৮টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল আছে। ১৯ হাজার বেসরকারি স্কুল। স্কুলগুলো যখন এমপিওভুক্ত হয় তখন ৯০ শতাংশ বেতন সরকার দেয়। ১০ শতাংশ বেতন দেয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারি হলেও সরকার ১০০ শতাংশ বেতন দেয়। সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের দেয়া ১০ শতাংশ বেতনও পায় শিক্ষকরা। এসব প্রক্রিয়ায় যে প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি হয় সে স্কুলের শিক্ষকরা ১১০ শতাংশ বেতন পান। এ বিষয়গুলো সরকারের ভেবে দেখা উচিত।' তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'নিয়ম হচ্ছে তিন কিলোমিটারের মধ্যে কোন স্কুল হতে পারবে না। এখন তিন কিলোমিটারের মধ্যে হাজার হাজার স্কুল হচ্ছে, এমপিও পাচ্ছে। ৫৩টি স্কুলের কেউ এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। সরকারের এত বিলাসী রাজস্ব নেই, যে এই স্কুলগুলোকে শুধু শুধু পুশবেন।' বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ বলেন, 'শিক্ষায় অর্থই বড় সমস্যা নয়। শিক্ষা প্রশাসনই বড় সমস্যা। বিকেন্দ্রীকরণ না হলে এই প্রশাসন চলবে কীভাবে?'

মাঠ পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটরিং হচ্ছে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'স্কুল ম্যানেজিং কমিটিগুলোও ঠিকভাবে কাজ করছে না। একজন, দু'জন অফিসার একটি উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কীভাবে মনিটরিং করবে?' সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হলো। তাহলে এখন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করতে হবে।' তিনিও এমসিকিউ তুলে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। রাশেদা কে চৌধুরী নারী শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি এবং শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন বন্ধে নেয়া নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগের ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'প্রয়োজনে নীতিমালাগুলো প্রত্যেকটি স্কুলে টাঙ্গানো উচিত।'

আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজধানীর উদ্দীপন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, '১ জানুয়ারি যে নতুন বই দেয়া হয় তা ছাত্রছাত্রীরা পড়ে না। এর এক-দুইদিন পরেই অভিভাবকরা সন্তানদের মোটা মোটা গাইড বই কিনে দেয়। কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে। শিক্ষকদের কোচিং সেন্টারে ভর্তি না করলে বাচ্চাদের পাস করানো হয় না।'

তিনি বলেন, 'গাইড বই আর কোচিং সেন্টার আমাদের দুশমন হয়ে গেছে।'

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক শিক্ষক প্রফেসর আলী আজগর বলেন, 'মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ের পরিমাণ কমানো উচিত। অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দেয়া উচিত।'

বুয়েটের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, 'চমৎকার পাঠ্যবই তৈরি করতে হবে। ভালো প্রশ্ন করতে হবে। মূল্যায়ন ব্যবস্থা ভালো করতে হবে।'

শিক্ষাবিদদের বিভিন্ন পরামর্শের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'শিক্ষাবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা এখন কর্মপন্থা ঠিক করব। তবে এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষাবিদদের পরামর্শ এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সাহস জোগাবে। এর মধ্যে সহজ পাঠ্যবই তৈরির বিষয়ে আমরা কাজ করছি। সৃজনশীলকে আরও চমৎকার করার ক্ষেত্রে আপনাদের মতামত আমাদের সাহায্য করবে। আমরাও চেয়েছি এমসিকিউ বন্ধ করতে আপনাদের পরামর্শে সে কাজটি আরও ত্বরান্বিত হবে।'

মাধ্যমিকের শিক্ষকদের যোগ্যতার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'মেধাবীদের টার্গেট থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার। মাধ্যমিকে মেধাবী শিক্ষক খুব একটা আসে না। যারা আসছে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে তুলছি। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় দশ লাখ শিক্ষককে সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের বেতন দ্বিগুণ হয়েছে। শিক্ষা পেশায় সম্মানী বাড়ানোর ফলে মেধাবীদের অনুপ্রবেশ বাড়বে বলে আশা করছি।'

তিনি প্রশ্ন ব্যাংক তৈরির প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'এ বিষয়ে আরো আলোচনা সাপেক্ষে প্রস্তাবটি ভেবে দেখব। আমরা অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এগুলো বাস্তবায়িত হলে শিক্ষার গুনগতমানে আমূল পরিবর্তন হবে বলে আশা করছি।'

এর আগে গত বছরের ৩০ মে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'শিক্ষকদের অনৈতিক কার্যকলাপ ঠেকাতে পাবলিক পরীক্ষায় এমসিকিউ পদ্ধতি তুলে দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। অসৎ উপায়ে এমসিকিউতে ৪০ নম্বর পাওয়া সহজ হয়ে যাচ্ছে।' শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মনজুর আহমেদ প্রমুখ। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ।